জীবনানন্দের সাহিত্যে ঋতুর প্রকাশ বৈচিত্র্য

(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে বাংলা বিভাগে
পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

গবেষিকা ব্রততী রাণী মাইতি

নিবন্ধীকরণ নং- ৬০২
তারিখ ঃ ০৬.১২.২০১২

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৬

ঘোষণাপত্র

আমি ব্রততী রাণী মাইতি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে বাংলা বিভাগে পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছি। আমার গবেষণার বিষয় - **"জীবনানন্দের সাহিত্যে ঋতুর প্রকাশ বৈচিত্র্য"**। তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী আমার এই গবেষণার কাজে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় নানা গ্রন্থ ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। যা আমাকে আমার গবেষণার বিষয়ে নতুন কিছু ভাবতে এবং কাজটি সুসম্পন্ন করতে উৎসাহিত করেছে। আমার এ কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। এর আগে এ কাজের জন্য আমি অন্য কোথাও কোন ডিগ্রী'র আবেদন করিনি এবং এর কোন অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষর :

তাং -

Certificate

This is to certify that research work reported in this thesis entitled "Jibanananander Sahitye Ritur Prakash Baichitra" is an authentic record of the research work independently carried out by Bratati Rani Maiti, Registration Number - 602/Ph. D(Arts) in the department of Bengali, Vidyasagar University, Midnapore, under my guidance and supervision, in the fulfillment of the requirements for the award of Ph. D. Degree in the Faculty of Arts of Vidyasagar University and further that no part of there has been presented elsewhere for any other degree or diploma.

Midnapore
Dated -

Signature of the Candidate

(Dr. S. N. Chakraborty)
Professor,
Department of Bengali,
Vidyasagar University,
Midnapore.

মুখবন্ধ

পৃথিবীর আহ্নিকগতির নিয়মে যেমন দিন-রাত্রি প্রতিভাত হয়, তেমনি বার্ষিকগতির ফলে পৃথিবীতে ছয়ঋতু বিরাজ করে। পৃথিবীতে ছয় ঋতুর আসা-যাওয়ার নিরন্তর প্রবাহকে লক্ষ্য করে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা প্রকৃতি ও মানব মনের মধ্যে বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সাহিত্য চর্চায় ঋতুকে পরিবেশন করেছেন নানাভাবে ও নানা অর্থে। কবিতা-গল্প-উপন্যাসের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে স্পষ্ট করে তুলতে তাঁর ঋতু প্রনয়ণের কৌশলও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাল্যকালে দেখা বরিশালের প্রকৃতিকে বহুরূপে বহুবার তিনি ঋতুর সাহচর্যে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা 'রূপসী বাংলা' এবং 'বাসমতীর উপাখ্যান' -এর প্রকৃতিতে যে ঋতু বিরাজ করেছে তা মূলতঃ বরিশালের গ্রাম্য প্রকৃতি। রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দের কাছে বাংলার ছয়ঋতু অত্যন্ত মধুময়। বাসমতী, জলপাইহাটি, শালিখবাড়ী -এসব জায়গার প্রকৃতি কোন ঋতুতেই মলিন হয় না।

জীবনানন্দের সাহিত্যব্যাপী ঋতু পরিচর্যার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ঋতুকে নিয়ে তাঁর প্রেম - কখনো বাল্যকালে দেখা প্রকৃতির ছবিতে, কখনো অতীত স্মৃতিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'ঝরাপালকে'র নানা কবিতায় কবি কত ঋতুকাল অতিক্রম করে প্রিয়াকে খুঁজে ফিরেছেন। ভাদ্রের ভিজামাঠে জ্বলন্ত আলেয়ার শিখা দেখে কবি চিত্তে প্রিয়ার স্মৃতি জেগে উঠেছে। বসন্ত রাত্রির উপস্থিতিতে 'পাখিরা' কবিতার নায়কের ইন্দ্রিয় কামনা জৈবস্বাদে ভরপুর হয়ে উঠেছে। জীবনকে গভীর ভালোবাসার তাগিদ থেকে জীবনানন্দ যেমন ঋতুর সৌন্দর্য্যময় দিক অঙ্কন করেছেন, তেমনি আবার তিনি যুদ্ধ বিধবস্ত পৃথিবীর মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখিয়েছেন। হেমন্ত-শীত-বসন্ত- কোন ঋতুই তখন বাঁচার জন্য সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে পারে না। 'মহাপৃথিবী' কাব্যের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার সূত্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রকৃতির বুকে মধুময় বসন্ত ঋতু বিরাজ করলেও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দরুণ লোকটি আত্মঘাতী হয়েছে।

'কল্প জিনিসের জন্ম ও যৌবন' গল্পে গ্রীষ্ম ঋতু বেদনা ও বিড়ম্বনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বর্ষার পটভূমিতে কবির গোপন প্রিয়া তাঁর কাছে ধরা দেয়। বর্ষার বাদল ভেজা পরিবেশে উপন্যাসের নায়কেরা রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। যেমন, বর্ষার দিনে 'কারুবাসনা' উপন্যাসের নায়ক হেমের মনে পড়েছে কিশোরবেলার প্রেমিকা বনলতাকে। 'জামরুল তলা' গল্পে জীবনানন্দ বলেছেন ছয়ঋতুর মধ্যে শরতের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর ও মধুর। প্রেয়সীর প্রেম যেমন জীবনে আকাঙ্ক্ষিত ও কাম্য, তেমনি শরতের প্রকৃতিও তাঁর কাছে মধুময়। তবে, জীবনানন্দের একাধিক রচনায় হেমন্ত ঋতুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির' এসব সংকলনের মৃত্যুভাবনার অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে হেমন্ত ঋতু। ঝরাপালক নামকরণের মধ্যেও রয়েছে মৃত্যুচেতনার ইঙ্গিত। যে পালক ঝরে যায়, যে ফসল ঝরে পড়ে - তার অর্থতো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে তিনি বলেছেন, পৃথিবীও একদিন বুড়ি হবে, ধবংসপ্রাপ্ত হবে। এমনকি, নক্ষত্র-আগুন-ধানক্ষেত-শিশির-গাছ-ফুল সবকিছুরই বিনাশ হবে একসময়। 'রূপসী বাংলা'তে কবি ঘুমকে মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, মৃত্যু সাময়িকভাবে ইহজীবনের ছেদ তৈরি করলেও মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় পৃথিবীলোকে জন্ম নিয়েই ফিরে আসে। কবি তাঁর ভালোলাগার ঋতু হেমন্ততেই আবার ফিরে আসতে চেয়েছেন। 'রূপসী-বাংলা'র কবিতাগুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে আবহমান সংযোগ স্থাপনে তিনি কখনো আনন্দ পেয়েছেন, আবার কখনো

প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার মানস যন্ত্রনা অনুভব করেছেন। আনন্দিত কবি বলেন, কার্তিকের নবান্নের দেশে, কুয়াশার বুকে ভেসে এদেশেই ফিরে আসবেন। আবার মানস যন্ত্রনায়, অভিমানে বলেন শরতের রোদের বিলাসকে কোনদিন দেখবেন না।

'বনলতা সেন' এর প্রেমের কবিতাগুলি হেমন্ত ঋতুর পটভূমিতে লিখেছেন। 'কারুবাসনা' উপন্যাসের নায়ক হেমের মনে পড়েছে কুড়ি-বাইশ বছর আগের সেই বনলতাদের খড়ের ঘরখানা। যেখানে হেম হেমন্তের বিকেলে শালিখ ও দাঁড়কাককে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেঁচামেচি করতে দেখেছে। আবার কৃষকদের কাছে হেমন্ত আনন্দের ঋতু। কারণ হেমন্তে কৃষক মাঠ থেকে ফসল তুলে ঘরে নিয়ে আসে, তাদের ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব হয়। হেমন্ত ঋতুকে ঘিরে জীবনানন্দ 'বিড়াল' কবিতায় এক আশ্চর্য অলৌকিক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করেছেন। হেমন্তের বিকেলে বিড়াল সূর্যের শরীরে তার থাবা বুলিয়ে দেবার পর ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। বিড়ালটি ছোট-ছোট বলের মতো অন্ধকারকে খেলার ছলে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিল। এক কথায় হেমন্ত ঋতুর জমান্তর ঘটেছে জীবনানন্দের লেখায়।

হেমন্ত ঋতুর মতোই জীবনানন্দের একাধিক রচনাতে শীতঋতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শীত শুধু সৌন্দর্য্যহীনতার নয়, পূর্ণতার প্রতীক হয়েও এসেছে তাঁর লেখায়। কারণ, শীতঋতুতেই শস্য পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়। 'পাখিরা' কবিতায় শীত ঋতু জীবনের পরিপূর্ণতায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। পাখি বসন্তে যে ডিম প্রথম জন্ম দিয়েছে, তারপর পুরো একবছর অতিক্রম করে সেই ডিম পাখিতে পরিণত হয়ে পৌঁচেছে শীত ঋতুতে। এক বসন্ত থেকে আর এক শীত পর্যন্ত গোটা একবছরের পাখির জীবনচক্র তিনি তুলে ধরেছেন।

'মাল্যবান', 'বিভা', 'প্রেতনীর রূপকথা' এসব উপন্যাসে অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা ও শারীরিক অবসাদকে তুলে ধরেছেন শীত ঋতুর পটভূমিতে। মাল্যবান দীর্ঘ হিম শীতল রাতে উৎপলার উষ্ণ শরীরী স্বাদ গ্রহণ করতে চেয়েছে। "বিভা'তে প্রেমিক পুরুষেরা শীতঋতুতে বিভার প্রেম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। 'সুতীর্থ' উপন্যাসের বিরূপাক্ষের শরীরে শূকরের মতো পাশবিক যৌনাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে শীতের গভীর রাতে। আর্থিক অভাব, নিঃসঙ্গ জীবন, মৃত্যুভাবনা - এসবের সঙ্গী হয়েছে শীত ঋতু। অসুস্থ, হতশ্রী মৃণালের শারীরিক চেহারাকে তুলনা করেছেন শীতকালের ন্যাড়া শিমূল গাছের কুৎসিত রূপের সঙ্গে। বলাবাহুল্য, জীবনানন্দের এই ঋতুচেতনাকে আত্মসাৎ করেছে জীবনানন্দের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যও।

সর্বোপরি, জীবনানন্দ এক অসীম সমুদ্র। তাঁকে নানাভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা চলছে বঙ্গসাহিত্যে। আমিও এই পথে অগ্রসর হয়ে **"জীবনানন্দের সাহিত্যে ঋতুর প্রকাশ বৈচিত্র্য"** কাজটি আমার মতো করেছি। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী এবং ড. গোকুলানন্দ মিশ্র আমাকে নানা তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি প্রফেসর বাণীরঞ্জন দে'র অনুপ্রেরণা ও সাহায্যের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি। কৃতজ্ঞতা জানাই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিটি অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাকে। যাদের কাছে আমি ঋণী। আমার প্রার্থনা, তাদের আশীর্বাদ ও প্রেরণা যেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একইরকম বহাল থাকে।

মুদ্রণ প্রমাদ এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

—

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

জীবনানন্দের পূর্ববর্তী সাহিত্যে ঋতু প্রসঙ্গ ১ - ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋতুর প্রকাশ বৈচিত্র্য জীবনানন্দের কাব্যের দুই পর্ব ৪৫ - ১০৮

তৃতীয় অধ্যায়

জীবনানন্দের উপন্যাসে ঋতুর প্রকাশভঙ্গী ১০৯ - ১৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনানন্দের ছোটগল্পে ঋতু প্রসঙ্গ ১৫৯ - ২০২

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ২০৩ - ২৪৮

গ্রন্থপঞ্জী ২৪৯ - ২৫০